প্রাচীন মিশরীয় ধর্মবিশ্বাস

ড. মর্তুজা খালেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail: mortuzakhaled@yahoo.com

মিশরীয়গণ ছিল অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ জাতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল।[১] মিশরের রাজা ফারাও ঠিল মিশরীয়দের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ। পিরামিড ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। মিশরীয় শিল্পের উৎস ছিল ধর্ম। মিশরীয় সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল সমাধিক্ষেত্র, উপাসনালয় ও পিরামিডের প্রশংসা করে। মিশরীয় দেবতা ছিল মানুষের মতই কাম, ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। মিশরীয়গণ তাদের সম্পদ ও শক্তির এক বড় অংশ ব্যয় করেছিল তাদের জীবনকে মৃত্যুর পরেও অব্যাহত রাখতে। পুরাতন রাজতন্ত্রের সময়ে মিশরের সাধারণ জনগণ বিদ্রোহ করেছিল কারণ কোন বস্তুগত সুবিধা অর্জন নয় তাদের শবদেহকেও মমিতে রূপান্তরের অধিকার প্রদান। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষও যেন অভিজাত ও ফারওদের মতো মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভ করতে পারে। মধ্যরাজতন্ত্রের যুগে সে অধিকার লাভ করে মানুষ, একে মিশরবিদগণ বৈপবিক পদক্ষেপ ও Democratization of the afterlife বলে অভিহিত করেছেন।[২] নতুন বা কোন বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে মিশরীয় সভ্যতা এই ধর্ম বিশ্বাস ও তার আচার আচারণগুলি নিজেরাই প্রচলন করেছিল।[৩] মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল বিস্তৃত ছিল খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে পাঁচশত খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সুবিস্তৃত সময়কালে মিশরীয় ধর্মীয় আচার ও আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও মিশরীয় ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি একই ছিল। মিশরীয় ধর্মকে বিশেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায় তা হলো:

১. ধর্মে বহু ঈশ্বরের সমাবেশ,
২. মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস,
৩. ধর্মে নৈতিকতা সংযোজন,
৪. দেবতাদের মধ্যে একজন দেবতাকে প্রধান দেবতা মনে করে উপাসনার ক্ষেত্রে তাকে প্রাধান্য প্রদান।

মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানার উৎস

মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানার উৎস মিশরীয় সাহিত্য যা প্রার্থনা সঙ্গীত, কবিতার আকারে সমাধিক্ষেত্রের দেওয়াল বা উপাসনালয়ে এবং পিরামিডের দেয়ালের লেখনী থেকে জানা যায়। মধ্য রাজতন্ত্রের যুগে পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের যুগে কফিনের ব্যবহার প্রচলিত হলে কফিনের গায়ে লেখার রীতি প্রচলিত হয়, এই কফিন গাত্রের লেখনী মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানার একটি বড় উৎস।[৪] এগুলি ছাড়াও সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়। নতুন রাজতন্ত্রের যুগে মৃতের সাথে প্যাপিরাসপত্রের লেখনীও সমাধি ক্ষেত্রে জমা রাখা হয় যা বুক অব ডেথ বা মৃতের বই নামে পরিচিত। মৃতের বই মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানার অপর একটি বড় উৎস।[৫]

বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মিশরীয় ধর্ম ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। মানুষ প্রাকৃতিক যে সকল শক্তির কাছে পরাস্ত হতো তাদের প্রতি ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে এই সকল শক্তির পেছনে জীবসত্ত্বা রয়েছে ভেবে তাকে তুষ্ট করার জন্য উপাসনা করতো। উদ্দেশ্য ছিল এ সকল শক্তির অনুগ্রহ অর্জন যেন তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হতে হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই যে সকল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপাসনা করা হতো এবং তা সর্বত্রই মোটামুটিভাবে একই প্রকার ছিল। এগুলি ছিল সূর্য, চাঁদ, বজ্র, ঝড়, বন্যা, বায়ু, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর মধ্যে সাপ, সিংহ, বাঘ, বাঁদর, বেড়াল প্রকৃতি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিকূলতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ গোত্রতান্ত্রিক জীবন এবং মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে থাকার জন্য এক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে পূজনীয় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ অন্য গোত্রের পূজনীয় প্রাকৃতিক শক্তি

থেকে ভিন্ন হতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনার ক্ষেত্রে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা নির্ভর করতো কোন প্রাকৃতিক শক্তির উপর সে গোষ্ঠীকে নির্ভর করতে হয় তার উপর। যেমন নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা নদী বা সাগর, মরুভূমি এলাকায় সূর্য ও ঝড়ের দেবতা, অরণ্য এলাকায় বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষদেবতাকে প্রধান দেবতা ও অন্যান্য দেবতাকে গৌণ দেবতা হিসাবে নির্ধারণ করে উপাসনা করা হতো। যুদ্ধে এক গোত্র অন্য গো ত্রকে পরাজিত করতে সমর্থ হলে বিজয়ী গোত্রের দেবতাকে অন্য গোত্রের উপাস্য দেবতা হিসাবে মানতে বাধ্য করা হতো। এ ছাড়া শাসক শ্রেণী নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মর্যাদাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করতো। প্রাচীন মিশরের শাসক ফারাও ছিলেন তাই দেবতা। মোটামুটিভাবে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ এক হলেও স্থান ও কাল ভেদে এসকল দেবতাদের নামে ভিন্নতা থাকতো। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মরুময় এলাকার সাগর সংলগ্ন অববাহিকায়। ফলে এ সভ্যতা সৃষ্টিতে নীলনদ, মরুভূমি, সাগর প্রভৃতির গুরুত্ব ছিল। স্বভাবতই মিশরে এ সকল শক্তির উপাসনা করা হতো।[৬] মিশরীয় সমাজ প্রথমদিকে ছিল গোত্রতান্ত্রিক এবং ধর্মবিশ্বাস ছিল টোটেম জাতীয়। নীল উপত্যকার ৪০টির বেশী স্বাধীন, স্বতন্ত্র গোত্র ছিল এবং এদের প্রত্যেকের স্থানীয় দেবতা ছিল।[৭] এই সব দেবতাসহ প্রাচীন মিশরে উপাস্য দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল দুই হাজারের অধিক। মিশরীয় ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তার দেবতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[৮]

মিশরে প্রাণী-জগতের উপর দেবত্ব আরোপ করা হতো এবং অধিকাংশ দেবতা ছিল মানুষ ও পশুর সমন্বয়ে গড়া। তবে মিশরের দেবতাদের মধ্যে সূর্য ও নীলনদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিশরে বৃষ্টিপাত বলতে গেলে ঘটেই না। বৃষ্টিহীন, মেঘহীন মিশরীয় আকাশে সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্য উত্তাপ ছড়ায়। তাই মরুময় মিশরীয়দের নিকট সূর্য ছিল শক্তির প্রতীক। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য দেবতাকে আমন রা বলে অভিহিত করতো সে ছিল তাদের কাছে বিশ্বের স্রষ্টা ও পরম উপাস্য।[৯] এ ছাড়া অন্যান্য মিশরীয় দেবতাদের মধ্যে বাজ পাখীর মাথা ও মানুষের দেহ বিশিষ্ট্য আকাশের দেবতা হোরাস ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া সু ছিল বায়ু ও টেকনেফ ছিল আগুনের দেবী। ওসিরিস ছিল নীলনদের এবং পাতালের দেবতা। শৃগালের মস্তক বিশিষ্ট আনুবিস ছিল অপর এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা যার কাজ ছিল মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা। থট (Thoth) সারসের মস্তক বিশিষ্ট প্রাণী যার কাজ ছিল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখা। থট এর অপর এক প্রতীক ছিল বেবুন।[১০]

বিশ্বের সব বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো মিথ বা উপকথা। প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতায় এই একই ধর্মীয় মিথ বা উপকথা আরও বেশী করে দেখা যায়। ভারতে ধর্মীয় মিথ নিয়েই রচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্য। প্রাচীন মিশরে একইভাবে রচিত হয়েছে অসংখ্য মিথ যা প্রভাবিত করেছে বিভিন্নভাবে মিশরীয় সমাজ জীবনকে। মিশরীয় ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে উপনীত হবার পেছনে প্রভাবিত করেছে মিশরের প্রথম সম্রাট ওসিরিসের এই মিথটি। ঐতিহাসিক T. Walter Wallbank Gi fvlvq cvPxb wgk‡i " ..... immortality was largely due to the influence of the god Osiris"[11] দেবতা গেব ছিল পৃথিবী ও দেবী নাথ ছিল আকাশের দেবী। তাদের বিবাহিত জীবনে দুই কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। তারা হলো আয়োসিস, নেপথিস, ওসিরিস ও সেথ। দুই বোন নেপথিস ও আয়োসিসের মধ্যে খুব সহৃদয়তা ছিল। নেপথিস পছন্ন করতো অন্ধকার এবং আয়োসিস পছন্ন করতো আলো। প্রাচীন মিশরে সাধারণভাবে বোনদের বিয়ে হতো ভাইদের সাথে। সে রীতি অনুযায়ী চার ভাই বোনের মধ্যে ওসিরিস ও আয়োসিসের এবং নেপথিস ও সেথের মধ্যে বিবাহ হয়। সেথ ছিল মরুভূমি, বালি ও মরুঝড়ের দেবতা। সে পছন্দ করতো রাতের অন্ধকার ও সমুদ্রের লবণাক্ততা। সে কুমীর, জলহস্তি ও গাধায় নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারতো।

অপরদিকে ওসিরিস ছিল নীলনদ, বৃক্ষ, বীজ ও উর্বর মৃত্তিকার দেবতা। নীলনদের শুস্কতা ও পাবন ওসিরিসের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবিত হওয়া বোঝায়। এ থেকে মিথের প্রসার ঘটে। ওসিরিসের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সেথের চেয়ে বেশী হওয়ায় তাকে সে হত্যা করে চৌদ্দ টুকরার বিভক্ত করে ওসিরিসের দেহকে সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে দেয়। ওসিরিসের বিধবা স্ত্রী ও বোন আয়োসিস সে সমস্ত টুকরা সংগ্রহ ও একত্রিত করে। ফলে ওসিরিস পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সে অমরত্ব লাভ করে।[১২] ওসিরিস ছিল প্রথম মমী। শেষে ওসিরিসের পুত্র হোরাস পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই উপাখ্যানের মধ্যে মিশরীয়গণ মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের পথ

দেখতে পায়। প্রতিটি মিশরীয় দ্বিতীয় ওসিরিস হবার স্বপ্ন দেখে এবং ক্রমান্বয়ে মিশরে মৃত্যুপরবতী জীবন ও অমরত্বের ধারণার বিকাশ লাভ করা শুরু হয়।

এ উপাখ্যান ছাড়াও মিশরের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সিদ্ধানে উপনীত হবার ক্ষেত্রে মিশরীয়দের প্রভাবিত করেছিল। দিন ও রাতের রহস্য না জানার ফলে মিশরীয়গণ কল্পনা করতো প্রতিদিন সকালে সূর্যের জন্ম হয় ও সে সোনার রথে করে আকাশের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। একইভাবে গ্রীষ্মকালে মিশরে প্রায় দুই মাস ধরে এক নাগাড়ে প্রচন্ড গরম বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই সাথে সে বাতাস মরুভূমি থেকে বহন করে আনে অতি তপ্ত বালি। অসহ্য গুমোট গরমে কষ্ট পায় মানুষ ও পশু। উত্তপ্ত বালিতে ঢেকে যায় গাছ-পালা, নেতিয়ে পড়ে পরিবেশ। দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন মরে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরই সমুদ্রের দিক থেকে সুন্দর শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। প্রায় সাথে সাথে নীলনদে আসে বন্যা। আবার জেগে ওঠে প্রকৃতি, যেন মৃত্যুর পর আবার প্রকৃতি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ভূপ্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনকালের মিশরীয়দের কল্পনায় মৃত ও পুনরুজ্জীবিত দেবতাদের ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিল।[১৩] মৃত্যুপরের জীবন লাভের ধারণা সমাজের অভিজাত শ্রেণী ও শাসক ফারাওদের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও অমরত্ব লাভের জন্য তাদের জীবনের সব শক্তি ব্যয় করা শুরু করে।

২. মৃত্যুপরবর্তী জীবন

মৃত দেহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা থেকে মিশরীয়গণ আবিস্কার করে তা মমীতে রূপান্তরের কৌশল। প্রাচীন মিশরে পুরোহিত শ্রেণী মিশরীয় ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে। সময় গণনা, জোয়ার ভাঁটার সময় পূর্ব থেকে বলা, নীলনদের বন্যার পূর্বাভাষ, বন্যাপরবর্তীকালে পাবিত ভূমির সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি কাজের দ্বারা পুরোহিত শ্রেণী পূর্ব থেকেই মিশরীয় সমাজে জ্ঞানী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পুরোহিতগণ যে তত্ত্ব গড়ে তোলেন তা ছিল, নবজীবন লাভের পর ওসিরিস তার ৪২ জন সঙ্গীসহ পাতালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সব ব্যক্তিই মৃত্যুপরবর্তীকালে জীবন লাভ করবে না। কোন ব্যক্তি আবার জীবন লাভ করবে সে দায়িত্ব দেবতা ওসিরিস গ্রহণ করেছেন।১৪ নবজীবন প্রদানের ক্ষেত্রে ওসিরিস তার মতোই শুধু সৎ, নিষ্ঠাবান, পুণ্য করেছেন এমন ব্যক্তিকেই কেবল সুযোগ দান করবেন। মৃত্যুপরবর্তীকালে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ওসিরিসের সভায় হাজির করা হয়। এখানে ওসিরিসের সামনে শৃগালের মস্তক বিশিষ্ট দেবতা আনুবিস দাঁড়ি-পালার একদিকে মৃতের আত্মা অন্য দিকে তার কর্মফলকে তুলবে। মৃতের কর্মফল আত্মার তুলানায় অধিক ভারী না হলে তাকে মৃত্যুপরবর্তীকালে জীবন প্রদান করা হবে না।

ওসিরিসের বিচার সভা যেখানে মৃতের সৎ কর্মের পরিমাপ করা হচ্ছে

এছাড়া মিশরীয়গণ এই পর্যায়ে বিশ্বাস করা শুরু করে যে, এজন মানুষ তিনটি বিষয় সমন্বয়ে গঠিত তা হলো আত্মা বা বা যা মানুষের মাথায় অবস্থান করে এবং একজন মানুষের মৃত্যু হলে তা পাখির আকার ধারন করে দেহ ছেড়ে চলে যায়। প্রতিটি মানুষের দেহের অনুরূপ একটি অদৃশ্য দেহসত্ত্বার অস্তিত্ব থাকে যাকে মিশরীয়গণ কা নামে অভিহিত করে। কা থাকে আকাশে যেখানে দেব দেবীরা অবস্থান করে। বা মৃত্যুপরবর্তী জগৎ ভ্রমণ করে। এই জগৎ পাড়ি দিতে মৃতের নদী পাড়ি দিতে হয়। প্রাচীন মিশরের অনেক কবরে এ জন্য

নৌকা রেখে দেওয়া হতো যেন বা-এর মৃত্যুপরবর্তী জগৎ ভ্রমণ সহজ হয়। দেহকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলে পরজগতে গিয়ে বা পুনরায় কা-এর সাথে মিলিত হবে এর ফলে মৃত ব্যক্তি আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাবে। সুতরাং মৃত্যুপরবর্তী জীবন ফিরে পেতে হলে দেহতে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন থেকে মিশরীয়গণ উদ্ভাবন করে মৃত দেহ মমীতে রূপান্তরের কৌশল।১৫

মমী: মৃত দেহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়গণ মমী প্রস্তুতির কৌশল উদ্ভাবন করে। মমী প্রস্তুতির পদ্ধতি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল। পুরাতন রাজতন্ত্রের যুগ (২৭৫০---২২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তা পরিবর্তিত হয়েছিল নতুন রাজতন্ত্রের সময়ে (১৫৩৯---১০৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। মোটামুটিভাবে মমী প্রস্তুতির চারটি ধাপ ছিল। প্রথমত: শরীর থেকে সব ধরনের অন্তঃস্থিত উপাদানসমূহ বের করে ফেলা হতো। এ সকল উপাদান তরল রাসায়নিক পদার্থের জারে সংরক্ষণ করা হতো। এগুলিকে এই জারে করেই দেহের সাথে সমাহিত করা হতো। হৃদপিন্ডকে পবিত্র জ্ঞান করে তা দেহের ভেতরে রাখা হতো। মগজ কখন নাক দিয়ে আবার কখনও পাথার পেছনে ফুটা করে বের করে আনা হতো। মগজকে মিশরীয়গণ কখনই দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করতো না। **দ্বিতীয় ধাপে** শরীরে নাট্রোন নামের তরল লবণাক্ত পদার্থ দিয়ে মুড়ে রাখা হতো চলিশ থেকে পঁয়তালিশ দিন পর্যন্ত।[১৬] এরফলে শরীরের সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থ শোষিত হতো। শরীরে থাকতো শুধু হাড়, চামড়া ও চুল। এরর পর শুরু হতো **তৃতীয় পর্যায়ের** কাজ। এই পর্যায়ে শরীরের ফাঁপা অংশে লিনেন কাপড়, রেজিন প্রভৃতি বস্তু ঢোকানো হতো যেন তা স্বাভাবিক দেহের মতো দেখায়। **চতুর্থ ধাপে** শরীর লিনেন কাপড়ের কয়েকটি স্তরে মোড়া হতো, সাথে দেওয়া হতো মূল্যবান অলঙ্কার ও গহনা। যেন তা পরবর্তী জীবনে ব্যবহার করতে পারে। ফলে ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের বড় অংশ মমীর সাথে তা যেন সমাধিতে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করে যেন। এই প্রক্রিয়া চলতো পনেরো দিনব্যাপী।[১৭] শরীর আবৃত করার সময় পুরোহিতরা ধর্মীয় শোকসমুহ আবৃতি করতো ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। দেহ মমীতে রূপান্তরের পর মূল্যবান কফিনে ভরে তা সমাহিত করা হতো। মৃত্য থেকে মমীতে রূপান্তরিত দেহ সমাহিত হতে পুরো প্রক্রিয়াটিতে সময় লাগতো সত্তর দিন।[১৮]

মমী ও তার কফিন

সমাধিক্ষেত্রঃ মমীতে রূপান্তরিত দেহ সাম্রাজ্যপূর্ববর্তী যুগে (৪৫০০-৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সমাহিত করা হতো সংকীর্ণ, আয়তক্ষেত্র বা ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট কবরে। এই সমাধিক্ষেত্রগুলি ছিল জনবসতি ও কৃষিক্ষেত থেকে অনেক দূরে। সাম্রাজ্যের যুগে (৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মমীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সমাধি নির্মাণ রীতি প্রর্বতিত হয়। প্রথম সাম্রাজ্যের যুগের সমাধিগুলি ছিল মাটির ইঁটের তৈরী আয়তাকার এগুলিকে বলা হতো মাস্তাবা (Mastaba), পরবর্তীকালে মাস্তাবাগুলি পাথর নির্মিত হতো।[১৯] মাস্তাবায় মৃতদেহ মাটির নীচে থাকতো এবং সমাধি সৌধ হিসাবে উপরের অংশ মাটির উপরে থাকতো।[২০] শবদেহ মাস্তাবাতে নিরাপদ ছিল না। তস্করদের হাতে শবদেহ অলঙ্কারের জন্য লুণ্ঠিত হতে থাকে। ফলে মমীর সুরক্ষার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণ করা হয় দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে পিরামিড। প্রথম পিরামিড নির্মিত হয় আনুমানিক ২৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় রাজবংশের ফারাও যশারের শবদেহের সুরক্ষার জন্য। এই পিরামিড ধাপ বিশিষ্ট বলে তা ধাপ বা স্টেপ পিরামিড নামে পরিচিত। ধাপে ধাপে উপরে উঠে যাওয়া এই পিরামিড নির্মাণশৈলীতে প্রাথমিকতা ছাপ বিদ্যমান। চতুর্থ রাজবংশের ফারাও খুফুর পিরামিড তার বিশালতা ও গঠনরীতির জন্য অসাধারণ হয়ে রয়েছে।

নীল অববাহিকার পিরামিড

পিরামিড ছাড়াও পুরাতন রাজবংশের সময়ে পাহাড়ের পাথর কেটে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে সমাধি নির্মাণ করার রীতি প্রচলিত হয়। এই ধরনের সমাধি প্রথম প্রচলন করেন অষ্টাদশ রাজবংশ-(১৫৫১---১৫২৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)এর র ফারাও প্রথম আমেন হোটেপের সময়ে। ক্রমে তা ব্যাপক জনপ্রিয় হয় এবং পরবর্তী কালের নতুন রাজবংশের (১৫২৪-১০৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময়ে তা অনুসৃত হতে থাকে। কারণ পিরামিড নির্মাণের মতো অনেক সময়, ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ ছিল না। ফারাও ছাড়াও মিশরের অভিজাতগণও এই রীতিতে তাদের মমী সমাহিত করা শুরু করেন। পাহাড়ের অভ্যন্তরে খনন করা কৃত্রিম কক্ষে সারকোফেগাছে করে মৃতদেহ কবর দেওয়া হতে থাকে।

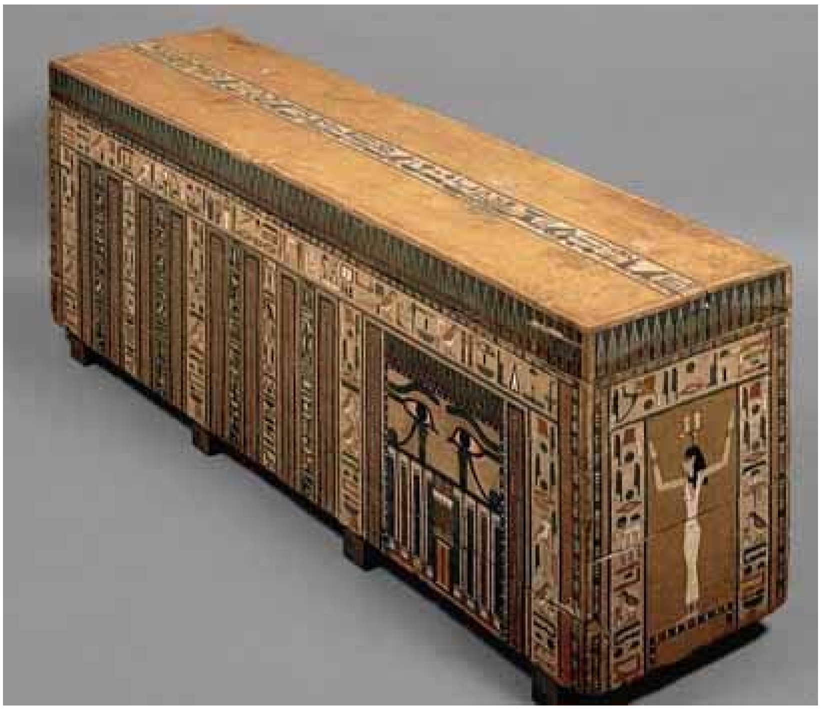

মধ্যরাজতন্ত্রের যুগের মৃতের কফিন

মমীর সাথে রাখা সম্পদ লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই কবরগুলিতে গোপনে মৃতদেহ সমাহিত করা হতো এবং তা আবার পাথর দিয়ে ঢাকাই করে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই ধরনের সমাধিস্থল গোপন রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হতো। থিবসের কাছে ভ্যালি অব কিংস নামক স্থানে ১৮১৭ সালে

ইতালীয় পুরাতাত্ত্বিক জি বি বেলযোনি (G.B. Belzoni), থিবসের রাজা ১ম সেথি (ঝবঃর ও) মমীকৃত দেহ আবিস্কার করেন তার সাথে ছিল আরও ৩৯ টি রাজ পরিবারের সদস্যদের মমী। এ ছাড়া এখানে রাজা চতুর্থ আমেন হোটেপ ও তার পরিবারবর্গের সমাধিক্ষেত্র ও তার নিজের মমী আবিস্কৃত হয়েছে।

৩ ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভ করার শর্ত কি? মিশরীয় ফারাওগণ মনে করতেন, ওসিরিস মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার দেবতা, সুতরাং মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভের শর্ত ওসিরিসকে খুশী করা। দেবতা ওসিরিসকে খুশী করার জন্য বিভিন্ন ফারাও সে নিজে কতবেশী ওসিরিস ভক্ত তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফারাওদের সমাধি স্থানের দেওয়ালে ও কফিনের গায়ে, মমীর সাথে লিনেন কাপড়ে এবং মৃতদেহের সাথে প্যাপিরাস পাতায় বিভিন্ন লেখনী মৃতদেহের সাথে সমাহিত করা শুরু হয়। প্রায় দুই হাজার এই জাতীয় লেখনী পাওয়া যায় যা মিশর বিশেষজ্ঞ (Egyptologists) কর্তৃক *The Book of the Dead* নামে অভিহিত হয়। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস এবং সে জগতে প্রবেশের জন্য সৎ কাজ ও আচরণ অপরিহার্য হওয়ায় মিশরীয় ফারাওগণ নিজেদের ভাল কাজের ফিরিস্তি লিপিবদ্ধ করে তা তাদের মমীর সাথে সমাহিত করতো।[২১] ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে মিশরীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাজবংশের ফারাওদের মমীর সাথে এ রীতির প্রচলন দেখা যায় যা পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে চালু ছিল। বুক অব ডেথ বলতে যা বুঝায় তা প্রথম দিকে পিরামিডের গায়ে লেখা হতো, মধ্য রাজতন্ত্রের যুগে (২১৬০-১৭৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কফিনের গায়ে এই ধরনের প্রশস্তি গাঁথা লিখা হতো এবং নতুন রাজতন্ত্রের যুগে (১৫৮০-৫২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) তা প্যাপিরাস পাতায় লিখা হতো। মিশরের ২১তম বাজ বংশের বুক অব ডেথের অনেক পাতার লিখার পাশপাশি চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। কোন ফারাও মৃত্যুর পুর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লেই তার জন্য বুক অব ডেথ লিখা শুরু হতো। এ প্রক্রিয়া তাতে মমীতে রূপান্তরিত করে সমাহিত না করা পর্যন্ত চলতো। মনে করা হতো ভাল লিখনী মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যাত্রা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। লিখনী ছাড়াও ওসিরিসকে খুশী করার জন্য সমাধি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করা হতো ।

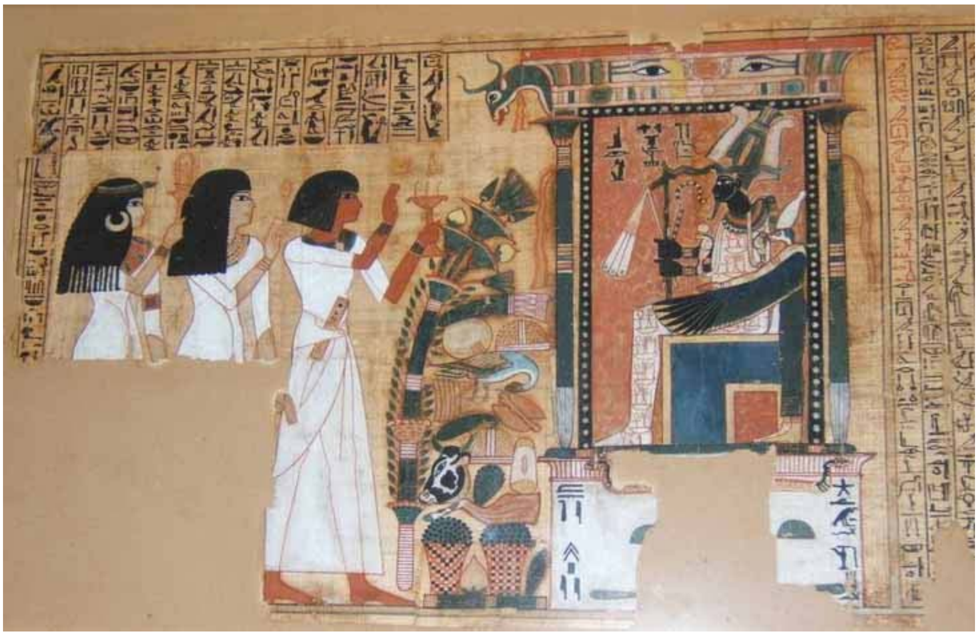

দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের বুক অব ডেথ-এ মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভের জন্য শুধু ওসিরিসের প্রশংসা করাই হয়েছে এবং মনে করা হয়েছে পুনরুজ্জীবন লাভের জন্য শুধু ওসিরিস ও তার স্ত্রী আয়োসিসকে খুশী করলেই তা লাভ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বুক অব ডেথ থেকে উদাহরণ দেওয়া হলো।

> Lord nof eternity, king of the Gods, whose names are manifold, whose forms are holy, thou being of hidden form in the temples, whose ka is holy. .... Thou art the Lord to whom praises are ascribed in the nome of Ati, thou art the Prince of divine food in Anu. The holy ones are overcome before thee, and all Egypt offereth thanksgiving unto the when it meeteth thy Majesty.[22]

মিশরীয় ধর্ম বিশ্বাসে পরিবর্তন আসা শুরু করে দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে। আগে মনে করা হতো দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তীকালে মিশরের যাজক শ্রেণীর প্রভাবে মিশরীয় ধর্মে নৈতিকতা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। যাজকগণ এই পর্যায়ে মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভের জন্য শুধু দেবতা ওসিরিসের প্রশংসা করা যথেষ্ট নয় বরং সৎ কাজ ও নৈতিকতার দিককে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করেন। ফলে দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তীকালে মিশরের ফারাওগণ মৃত্যুপরবর্তী জীবন লাভের জন্য নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। এ সময় ওসিরিসের অনুরাগী প্রমাণ করার পাশাপাশি ফারাওগণ তারা যে সৎ ও সততার সাথে মিশর শাসন করেছেন তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। এ বিষয়ে দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তীকালের ফারাও এনাই (অহর) এর লিপি উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা হলো।

> I have not taken the cakes of the blessed, I have not copulated illcity, I have not been unchaste, I have not increased nor diminished the measure, I have not diminished the palm, Ihave not encroached upon fields, I have not added to the balance weights, I have not tempered with the plumb bob of the balance. I have not not taken milk from a child's mouth. ......
>
> .... I am pure. I am pure. I am pure. I am pure. My purity is the purity of this great Phoenix that is Heracleopolls, because I am indeed the nose of the Lord of Wind who made all men live on that day of completing the Sacred Eye in Heliopolis in the 2nd month of winter last day, in the presence of the lord of this land.[23]

প্রধান দেবতার উপাসনা

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে মিশরের ধর্ম ছিল বহুঈশ্বরবাদী এবং গোত্রতান্ত্রিক মিশরের যখন যে গোত্র ক্ষমতাসীন হতো তখন তারা তাদের গোত্রীয় দেবতাকে প্রাধান্য দিত এবং তার উপাসনার বিস্তার ঘটাতে তৎপর থাকতো। উচ্চ মিশরের অষ্টাদশ রাজ বংশের রাজা আমেন হোটেপ এভাবে দেবতা ওসিরিসের পরিবর্তে তাঁর নিজ গোত্রের দেবতা এটন বা সূর্যের উপাসনা প্রবর্তনের এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

ওসিরিসকে প্রধান দেবতা হিসাবে মানতে অস্বীকার করে তার প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মিশরীয় ফারাও ইখনাটন বা চতুর্থ আমেন হোটেপ (১৩৭২----১৩৫৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে নীলনদকে কেন্দ্র করে মিশর বিভক্ত ছিল উচ্চ ও নিম্ন মিশরে। উচ্চ মিশরের রাজধানী ছিল থিবস এবং প্রধান উপাস্য দেবতা ছিল সূর্য অপরদিকে নিম্ন মিশরের রাজধানী ছিল হেলিওপলিস এবং প্রধান উপাস্য দেবতা ছিল নীলনদের দেবতা ওসিরিস। অষ্টাদশ রাজবংশের রাজারা ছিলেন উচ্চ মিশরের তারা থিবসকে কেন্দ্র করে মিশরীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। চতুর্থ আমেন হোটেপ সূর্য দেবতা এটনকে মিশরীয়দের প্রধান দেবতা হিসাবে প্রর্বতনের চেষ্টা করেন।২৪ ইখনাটন বা চতুর্থ আমেন হোটেপের এই ধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টাকে অনেক ঐতিহাসিক ও মিশরবিদ তা মিশরে একেশ্বরবাদের প্রয়োগ আবার কেউ বিশ্বের প্রথম একেশ্বরবাদের প্রচলন হিসাবে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “It is the first outstanding expression of monotheism—seven hundred years before Issaiah”[25] এই একই বিষয়ে Robert E. Lerner মন্তব্য করেছেন, “The evolution of Egyption religion went through various stages: from simple polythesism to the earliest known expression of monotheism.”[26] ---- এ সকল ধারনার সৃষ্টির অন্যতম কারণ ফারাও চতুর্থ আমেন হোটেপের রচিত নিজস্ব কিছু শোক। এখানে তার একটি উলেখ করা হলো।

Thy dawning is beautiful in the horizon of the sky.
O living Aton, beginning of life!
When thou rises in the eastern horizon.
Thou fullest every land with thy beauty.
Thou art beautiful! great, glittering.

High above every land,
Thy rays, they encompass the lands,
even all that thou hast made.
How manifold are thy works.’
They are hidden from before us.
O sole god, whose powers no other possessed.
Thou didst create the earth according to thy heart
While thou waste alone.[27]

সমসাময়িক কালে ধর্ম বিশ্বাস ছিল টোটেম জাতীয়। মূলত ভৌগলিক বিভক্তির ফলে মিশরীয় জনগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি গোত্রের পৃথক পৃথক দেবতা প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃত ছিল।২৮ ওসিরিস ছিল নীলনদের দেবতা যা ছিল মূলত নিম্ন মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। উচ্চ মিশরীয় ফারাও চতুর্থ আমেন হোটেপ এই নিম্ন মিশরীয় দেবতাকে প্রধান দেবতা হিসাবে না মেনে তাদের প্রচলনের চেষ্টা করেন। তিনি সূর্য দেবতার অনেক উপাসনালয় সমগ্র মিশরে নির্মাণ করেন, স্বয়ং নিজের নাম পরিবর্তন করে ইখনাটন বা দেবতা এটনের প্রিয় উপাধি গ্রহণ করেন।২৯ এভাবে ফারাও চতুর্থ আমেন হোটেপ নিজে গোত্রের দেবতা এটনকে প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টার অর্থ অন্য দেবতাদের অস্বীকার করা ছিল না। মিশরের অপরাপর দেবতাকে অস্বীকার না করে দেবতা এটন বা সূর্যকে প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি। এ ধর্ম সংস্কারকে একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বলাবাহুল্য চতুর্থ আমেন হোটেপের এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। মিশরীয় পুরোহিত শ্রেণী তাদের গোষ্ঠী স্বার্থেই এ ধর্মমতের বিরোধীতা করে। প্রাচীন মিশরে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ধারনা এবং এই জীবন প্রদানকারী দেবতা ওসিরিসের প্রাধান্য এত বেশী ছিল যে, চতুর্থ আমেন হোটেপের মৃত্যুর সাথে সাথে তার ধর্মের বিলোপ ঘটে।

উপসংহার

প্রাচীন পৃথিবীর ঊষালগ্নে নীলনদের তীরে মিশরে যে সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে তা সামগ্রিকভাবে মানব জাতিকে প্রভাবিত করেছে অনেকভাবে। তাদের স্থাপত্যকর্ম যেমন এখন মানুষের বিষ্ময় সৃষ্টি করে তেমনি তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে মানব সভ্যতাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। মৃত্যুপরবর্তী জীবনের যে ধারনার তারা উদ্ভব ঘটায় তা পরবর্তীতে বিকশিত হয়ে প্রবেশ করে খ্রিষ্টধর্মসহ পরবর্তীকালের অন্যান্য ধর্মে এবং তা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক জনপ্রিয় ধারনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।৩০ প্রাচীন মিশরের ধর্ম ছিল মানব সভ্যতার ধর্ম বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের এক ধর্ম। এ ধর্ম ছিল বহুঈশ্বরবাদী। বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মিশরীয় সভ্যতায় সকল গোত্রের দেবতার উপাসনা করা হতো। তবে মিশরীয়দের উপাস্য দেবতার মধ্যে নীলনদের দেবতা ওসিরিস এবং সূর্য দেবতা এটন গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব চর্তুদশ শতকে উচ্চ মিশরের রাজা চতুর্থ আমেন হোটেপ অন্যান্য দেবতাকে অস্বীকার না করে নীলনদের দেবতা ওসিরিসের পরিবর্তে সূর্য এটনকে প্রধান দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁর এ পদক্ষেপ মিশরীয়দের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ সক্ষম হয়নি। চতুর্থ আমেন হোটেপের এই প্রচেষ্টাকে অনেক ঐতিহাসিকই একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসাবে উলেখ করেছেন। বস্তুত একেশ্বরবাদ ছিল সামগ্রিকভাবে মানব জাতির জন্য এক বিশাল এক অর্জন। তা ধর্ম থেকে আঞ্চলিকতা দূর করে ধর্মকে এক বিশ্বজনীন পরিমন্ডলে নিয়ে যায়। হিব্রু জাতি হাজার বছরের বেশী সময় ধরে উত্থান-পতন ও নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসাবে কয়েক শত বছরের বির্বতন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদ অর্জন করেছিল। একেশ্বরবাদ রাতরাতি উদ্ভাবন করার মতো কোন বিষয় ছিল না যা হঠাৎ করে চতুর্থ আমেন হোটেপ আবিস্কার করবেন। একেশ্বরবাদ উদ্ভাবনের সাথে মানব সভ্যতার বির্বতন ও বস্তুগত উৎকর্ষতার সম্পর্ক রয়েছে যা খ্রিষ্টপূর্ব চর্তুদশ শতাব্দীর মিশরে কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। সামগ্রিকভাবে মিশরীয় ধর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ধারনা ও ধর্মে নৈতিকতা সংযোজন মিশরীয় সভ্যতার এক মহান উদ্ভাবন যা তাদের অমর করে রেখেছে।

****

তথ্যনির্দেশ

1 Willace Everett Caldwell, *The Ancient World*, (New York: Rinchart & Co, 1958), p. 52.

2 Mc Devitt, “Ancient Egypt : The Methodogy and the FUNERARY TEXTS in Internet (http://www.egyptianmyths.net/index.html

3 W.G. Burg, *The Legacy of the Ancient World*, (London: Mcdonald & Aevans,1947),p. 19

4 Jacquetta Hawkes & Sir Leonard Woolsey, *History of Mankind: Cultural and Scientific Development*, Vol. I. (London: L George Allen and Wnwin Ltd, 1963), p. 716.

5 McDevitt, *Op cit.*

6 Roger Green, *Tales of Ancient Egypt* (Penguin, 1973), p. 47.

7 Jacquetta Hawkes, *Op cit.*, p.717.

8 Will Durant, *Our Oriental Heritage* (New York: Simon and Schurter, 1954), 202.

9 Bernard Romant, *Life in Egypt in Ancient Times* (Chicago: Ares Publishers Inc, 1978), p. 126.

10 H.A. Davis, *An Outline History of the World* (Oxford: Oxford University Press, 1994), p. 34.

11 T. Walter Wallbank & Alastair M. Taylor, *Civilization: Past and Present* (Chicago: Scott> Foresman and Co), p. 63.

12 George Hart, *Egyptian Myths* (Austin, TX: University of Texas Press, 1990)p. 122.

13 ফিওদর করোভকিন, *পৃথিবীর ইতিহাস : প্রাচীন যুগ* (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ, ৭৩।

14 George Rawlinson, *Ancient Egypt*, (London: T.Fisher Unwion Co, 1881), p. 40.

15 Will Durant, *Op cit.*, p. 202.

16 Arnold Madison, *Mummies in Fact and Fiction*, (New York: Franklin Watts, 1980), 38.

17 Anne Boyd, *The Ancient Egyptian Activity Book*, (Cambridge University Press, 1981), 27.

18 Patricia Lauber, *Tales Mummies Tell* (New York: Thomas E.Crowell,1985), 87.

19 James Henry Breasted, *Ancient Times: A History of the Early World*, (Boston: Ginn and Co. 1944), p. 114.

20 Nicholas Reeves, *Into the Mummies Tomb*, (New York: Scholastic, 1992), 138.

21 A.J.Spencer, Death in Ancient Egypt (London: Penguin Books, Ltd.1982),p.83.

22 “ Hymm To Osiris,” Book of Death, Internet www.aldokkan.com/religion/dead1.htm

23 “ The Declaration of Innocence-Chapter 125,” The Papyrus of Ani 240 B.C. *Ancient Egyptian Book of The Dead*, Translated By E.A.Wallis Budge in www.aldokkan.com/religion/dead1.html

24 Sir Alan Gardiner, *Egypt of the Pharaohs: An Introduction*, (Oxford: Charendon Press, 1961), p. 223.

25 Will Durant, *Op Cit*, p. 202.

26 Robert E. Lerner et al, *Western Civilizations: Their Hisotry and Their Culture*, (London: Oxford University Press, 1960), p.61.

27 “ Hymn to the Sun” Quoted in T.Walter & Alastair M. Taylor, *Op cit.* p. 65.

28 J.E. Manchip White, *Ancient Egypt: Its Culture and Its History* (New York: Dover Publications, Inc, 1970), p. 168.

29 *Ibid.* 173.

30 Will Durant, *Op cit.* p. 210.